Aslaf Academy

লেকচার ২১ : দশম ও একাদশ হিজরিতে নবীজি (সঃ)।

কোর্স: সিরাহ

www.aslafacademy.com

ইন্সট্রাক্টর: আহমাদুল্লাহ আল-জামি।

লেকচার ২১ : দশম ও একাদশ হিজরিতে নবীজি (সঃ)।

দশম হিজরিতে নবীজি ও বিদায় হজের বিবরণ

দশম হিজরির যিলকদের ২৫ তারিখ সোমবার নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে যাত্রা করেন। সাহাবাদের এক বিরাট দল তাঁর সঙ্গী, যাঁদের সংখ্যা এক লাখেরও বেশি ছিল। মদিনা থেকে ছয় মাইল দূরে যুলহুলায়ফা নামক স্থানে গিয়ে ইহরাম বাঁধেন। অতঃপর ৪ঠা যিলহজ শনিবার মক্কায় প্রবেশ করেন এবং নিয়মানুযায়ী হজ আদায় করেন।

(ফিকহুস সিরাহ, পৃষ্ঠা ৪৭৫/ আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৩৮৬)

জিলহজ মাসের ৯ তারিখে নবীজি আরাফাহর ময়দানে একটি ভাষণ প্রদান করেন, সাহাবীদের বিপুল জমায়েতে যা নবীজির সর্বশেষ পয়গাম ছিল। নবীজি বলেন—

‘হে লোকসকল, আমার কথা শোনো। আমি তোমাদের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয় বর্ণনা করে করে যেতে পারি। বলা তো যায় না, আগামী বছর পুনরায় তোমাদের সাথে মিলিত হতে পারবো কি-না?

কেয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলমানের জান-মাল ইজ্জত-আবরু এমন সম্মানিত, যেমন সম্মানিত আজকের এই (আরাফা) দিন, এই (যিলহজ) মাস, এবং এই (মক্কা) নগরী। এজন্য কারও কাছে কারও কোনো আমানত থাকলে তা আদায় করে দেবে।

হে লোকসকল, তোমাদের উপর তোমাদের স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে এবং তাদের উপরও তোমাদের অধিকার রয়েছে। তাদের উপর অন্যায় করো না। মুসলমানরা পরস্পর ভাই-ভাই। কোনো ব্যক্তির জন্য তার অপর ভাইয়ের সম্পদ তার অনুমতি ব্যতীত ভোগ করা হালাল হবে না। আমার মৃত্যুর পরে তোমরা কাফের হয়ে যেয়ো না—তাহলে তোমরা একে অপরকে হত্যা করতে উদ্যত হবে। আমার পরে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও আমার সুন্নাহ রেখে যাচ্ছি। তোমরা যদি এর নির্দেশগুলি মজবুত করে আঁকড়ে ধরো, তবে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না।

হে লোকসকল, তোমাদের পালনকর্তা এক, তোমাদের পিতা এক, তোমারা সকলেই এক আদমের সন্তান; আর আদম-মাটি হতে সৃষ্ট। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত, যে সর্বাপেক্ষা অধিক মুত্তাকি বা আল্লাহভীরু। কোনো আরবের জন্য কোনো অনারবের উপর তাকওয়া ব্যতীত মর্যাদার বিষয় আর কিছু নেই। মনে রেখো, আমি মহান আল্লাহর বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি। হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি যথাযথভাবে আপনার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি। উপস্থিত লোকদের কর্তব্য হলো, তারা যেন অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দেয়।’

এভাবে বিদায় হজ সম্পাদিত হয়। হজ সম্পন্ন করে নবীজি দশদিন মক্কায় অবস্থান করেন। তারপর মদিনায় ফিরে যান। (হাযাল হাবিবু মুহাম্মাদ সা. পৃষ্ঠা, ৪৬৬-৪৬৮/ফিকহুস সিরাহ, পৃষ্ঠা ৪৭৬-৪৭৮)

একাদশ হিজরিতে নবীজি

মক্কা থেকে ফিরে এসে নবীজি একাদশ হিজরির ২৬ শে সফর রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদের উদ্দেশ্যে একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন। যে অভিযানে হযরত সিদ্দিকে আকবর, হযরত ফারুকে আযম ও হযরত আবু উবাইদার ন্যায় প্রবীণ সাহাবিগণ শামিল ছিলেন। এ অভিযানের নেতৃত্ব অর্পিত হয় অপেক্ষাকৃত তরুণ সাহাবি হযরত উসামার উপর। এটাই ছিলো সর্বশেষ অভিযান, যা প্রেরণের সকল ব্যবস্থা নবীজি নিজে সম্পন্ন করেন। এ কাফেলা রওনা হওয়ার পূর্বমুহূর্তে নবীজি জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েন।

(হাযাল হাবিবু মুহাম্মাদ সা. পৃষ্ঠা, ৪৭০)

পরপারে নবীজি

২৮ শে সফর দিবাগত রাতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকি গরকাদ নামক গোরস্তানে গিয়ে কবরবাসীদের উদ্দেশ্যে মাগফিরাতের দুআ করেন। সেখান থেকে ফিরে আসার পর তিনি মাথায় ব্যথা অনুভব করেন এবং সাথে সাথে জ্বরও এসে পড়ে। এ জ্বর ক্রমাগত ১৩ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং এ জ্বরেই নবীজি ইন্তেকাল করেন। এ সময় নবীজি তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী প্রত্যহ তাঁর স্ত্রীগণের হুজরায় যেতেন। যখন তাঁর অসুস্থতা দীর্ঘ ও কঠিন আকার ধারণ করে, তখন অসুস্থতার দিনগুলোতে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে অবস্থান করার জন্য অন্যান্য স্ত্রীগণের নিকট অনুমতি চাইলে সকলেই অনুমতি দিয়ে দেন।

অসুস্থতা ধীরে ধীরে এত প্রবল আকার ধারণ করে যে, নবীজি আর মসজিদে যেতে পারছিলেন না। তখন তিনি ইরশাদ করেন, 'আবু বকরকে বলো, সে যেন নামাযের ইমামতি করে।' ফলে হযরত সিদ্দিকে আকবর নবীজির জীবদ্দশায় প্রায় ১৭ ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি করেন।

এ সময় একদিন হযরত সিদ্দিকে আকবর ও হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আনসারদের একটি মজলিসের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেলেন যে, তাঁরা কাঁদছেন। কাঁদার কারণ জানতে চাইলে তাঁরা বললেন, 'নবীজির মজলিসের কথা স্মরন করে আমরা কাঁদছি।' হযরত আব্বাস নবীজিকে এ সংবাদ দিলে নবীজি হযরত আলি ও হযরত ফযল রাদিয়াল্লাহু আনহুমার কাঁধে ভর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। নবীজি মিম্বরে আরোহণ করতে চাইলেন, কিন্তু দুর্বলতার কারণে নিচের সিঁড়িতে বসে পড়েন, এরপর তিনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বললেন— 'হে লোকসকল, আমি জানতে পেরেছি, তোমরা তোমাদের নবীর মৃত্যুর ব্যাপারে আশঙ্কা করছো। আমার পূর্বে কি কোনো নবী চিরদিন ছিলেন, যে আমিও থাকবো? হ্যাঁ, আমি আমার রবের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য যাচ্ছি এবং তোমরাও আমার সাথে মিলিত হবে। তোমাদের সাথে আমার মিলনের স্থান হবে হাউজে কাউসার। অতএব, তোমাদের মধ্যে যে হাউজে কাউসার থেকে পরিতৃপ্ত হয়ে পানি পান করার বাসনা রাখে, সে যেন হাত ও মুখকে অপ্রয়োজনীয় কাজ ও কথা থেকে বিরত রাখে। আমি তোমাদেরকে মুহাজিরদের সাথে উত্তম ব্যবহারের ওসিয়ত করছি। শোনো,

যখন লোকেরা আল্লাহর আনুগত্য করে, তখন তাদের শাসক ও বাদশা তাদের সাথে ন্যায়ানুগ আচরণ করে। আর যখন তারা তাদের পালনকর্তার অবাধ্যতা করে, তখন তাদের শাসকরাও তাদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ শুরু করে দেয়।'

এরপর তিনি ঘরে ফিরে যান। মৃত্যুর তিন কিংবা পাঁচদিন পূর্বে আরও একবার বাইরে আসেন, তখন তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিলো। সিদ্দিকে আকবর তখন নামায পড়াচ্ছিলেন। নবীজির আগমনের বিষয়টি টের পেয়ে তিনি পেছনে সরে আসতে লাগলে নবীজি তাঁকে হাতের

ইশারায় বারণ করলেন এবং নিজে তাঁর বামপাশে বসে গেলেন। নামাযের পর সংক্ষিপ্ত কিছু কথা বলেন। তিনি বলেন— 'আমার প্রতি আবু বকরের অনুগ্রহ সবার চেয়ে বেশি। মহান আল্লাহ ব্যতীত আমি যদি অন্য কাউকে খলিল বা অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকেই করতাম। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কেউ যেহেতু খলিল হতে পারে না, তাই আবু বকর আমার দ্বীনি ভাই ও বন্ধু।' তিনি আরও বলেন, 'আবু বকরের দরজা ছাড়া মসজিদে নববির দিকে আর যতগুলো দরজা আছে, সব বন্ধ করে দাও।' এ কথা বলে মূলত নবীজির পরে হযরত আবু বকর খলিফা হবেন, এই বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

এরপর রবিউল আউয়ালের দ্বিতীয় তারিখ সোমবার লোকেরা যখন হযরত আবু বকরের পেছনে ফজরের নামায আদায় করছিলেন, তখন হঠাৎ নবীজি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হুজরার পর্দা উঠিয়ে লোকদের দিকে তাকালেন এবং মুচকি হাসলেন। এটা দেখে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু পেছনে সরে আসতে চাইলেন এবং আনন্দের আতিশয্যে সাহাবাদের মন নামাযের মধ্যে এলোমেলো হয়ে গেল। নবীজি তাঁদেরকে হাতের ইশারায় নামায পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়ে ভেতরে চলে যান এবং পর্দা নামিয়ে দেন। এরপর আর কখনও তিনি বাইরে আসেননি। বরং পরপারের সফরে যাত্রা করেন আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্যে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬৩ বছর। (হাযাল হাবিবু মুহাম্মাদ সা. পৃষ্ঠা, ৪৭৪-৪৭৬)

শিক্ষণীয় বিষয়

১. বিদায় হজের ভাষণের তাৎপর্য কী?

এর উত্তরে দীর্ঘ আলোচনা করতে হবে। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ের দিকে আমার দৃষ্টি ফেরানো দরকার। তা হলো— নবীজি শেষ ভাষণেও নারীদের অধিকারের কথা বলেছেন। যা অজ্ঞতার যুগে সবচেয়ে উপেক্ষিত ছিল। আজ যারা বলেন, ইসলাম নারীদের অধিকারের কথা বলে না, তারা দিলের কান দিয়ে নবিজির কথাগুলো শুনুন। তাহলে বুঝে আসবে, নবিজির কী দরদ ছিল নারীদের অধিকারের কথা বলার সময়!

আরেকটা বিষয় ছিল, আরব-অনারব পার্থক্য করা। নবিজি চূড়ান্ত সতর্ক করে দিয়ে গেছেন। পার্থক্য হবে কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে।

এছাড়াও নবীজি কেন উপরিউক্ত বিষয়গুলোকে হাইলাইট করেছেন তার শেষ ভাষণে, এটা বোঝার জন্য ঐ সময়ের ভৌগলিক অবস্থান ও ইতিহাস জানতে হবে আমাদের। আল্লাহ তাওফীক দান করুন।

২. আরেকটা বিষয় হলো, ইসলামে সম্মান বিবেচিত হয় যোগ্যতার ভিত্তিতে। বয়সের ভিত্তিতে নয়। এজন্যই নবীজি রোমানদের বিরুদ্ধে তার তৈরি শেষ বাহিনীতে উসামা রা: কে সেনাপতি বানিয়েছেন। আজকাল তো আমাদের মাঝে সিনিয়রিটির দম্ভ। সবকিছুর অধিকার যেন সিনিয়র পার্সনদের! তারা এখান থেকে শিক্ষা নেয়া দরকার। আল্লাহ তাওফিক দান করুন আমিন।